দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 24 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বইমেলায় যাওয়া সরকারি খরচে কেন?

কলকাতায় বইমেলা হচ্ছে, 'থিম কান্ট্রি' করা হয়েছে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জানুয়ারি বইমেলা উদ্বোধন করার জন্য কলকাতা যাচ্ছেন। কলকাতা বই মেলায় 'সরকারি প্রতিনিধি' হিসেবে যাওয়ার জন্য নাম ঠিক করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গণতালিকা প্রকাশ করেছে। গণতালিকায় ৮১ জনের নাম রয়েছে। নাম প্রকাশের পর জানা গেল নানা কারণে কয়েকজন লেখক শিল্পী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিথি হয়ে কলকাতা বইমেলায় যাচ্ছেন না।

বইমেলায় যাওয়ার জন্য সরকারি প্রতিনিধিদলে যাদের নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে তারা কে কে যাবেন আর কে কে যাবেন না এবং কেন যাবেন না সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচনা করতে হবে ৮১ জনের বিশাল এক প্রতিনিধিদলকে সরকারি খরচে এবং হাত খরচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না? কলকাতার বইমেলা হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে। যেসব প্রকাশক লেখক এবং বুদ্ধিজীবী বইমেলায় যাবেন তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাবেন এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ সরকার কেন সরকারি খরচে বিশাল এক প্রতিনিধিদল নিয়ে কলকাতায় যাবে? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যদি সরকারি প্রতিনিধিদল যেতেই হয় তবে একেবারেই ছোট একটি দল নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। আমরা বিস্মিত হচ্ছি যে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ৮১ জনের এক বিশাল তালিকা প্রণয়ন করেছেন যাদেরকে জনগণের অর্থে কলকাতা বইমেলায় নিয়ে যাওয়া হবে। পকেট মানি দেয়া হবে তাদের প্রত্যেককে। আবার ফিরিয়েও আনা হবে সরকারি খরচে। গরিব দেশের এই বিলাসিতা কি এতই প্রয়োজন?

যাদের নাম তালিকায় উঠেছে তারা যুক্তি দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর বিমান তো খালি যাবে, খালি আসবে। তাদেরকে বহন করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে না। সুতরাং সরকারি প্রতিনিধিদলে দলবল নিয়ে যেতে আপত্তি কি? প্রশ্নটা আসন খালি থাকা না থাকার ব্যাপারে নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে নীতির। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে কোন লোকই কলকাতার বইমেলায় যেতে পারেন, এতে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আপত্তিটা ওঠে তখনই যখন কাউকে ফেলে, কাউকে নিয়ে বিশাল এক দল গঠন করে রাষ্ট্রের অর্থাৎ জনগণের অর্থ অপচয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমরা এই ধরনের অর্থহীন উদ্যোগ ও অপচয়ের ঘোরবিরোধী। আমাদের প্রস্তাব প্রতিনিধিদলের তালিকা বাতিল করা হোক। যারা যেতে চান তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ খরচে যান। কলকাতা যাওয়া-আসার খরচ এত বেশি নয় যে তারা এই ব্যয় বহন করতে পারবেন না। এদের অনেকেই বছরে দু'চার বার কলকাতা আসা-যাওয়া করে থাকেন। সুতরাং কারো কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই।